

2. এই আপীল নষিপত্ৰি জন্য প্রযোজনীয় সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি হল যে আপীলকারীরা বাদী হিসাবে তৎকালীন মুন্সেফ, উপজলো আদালত, লাকসাম, বর্তমানে সহকারী জজ, লাকসাম, কুমিল্লার আদালতে 1983 সালরে টাইটলে মামলা নং 479 ইনস্টাটিউট করছিলেন। মামলার জমটি অন্যান্য বিষয়ে সাথে ববিদ করে যে মামলার জমটি মূলত ফতহে আলী, মোকারম আলী, হাসান আলী এবং সফর আলীর সমান অংশে ছিল যা সএিস রকেৰ্ডে রকেৰ্ড করা হয়েছিল। মোকারম আলী মারা গলেনে উত্তরাধিকারী হিসাবে অন্যান্য অংশীদারদের রেখে যান যারা তাদের বসতবাড়ি হিসাবে ব্যবহার করে আসছিলেন। জায়গার স্বল্পতা থাকায় ফতহে আলী ও সফর আলী ইজমলীতে নতুন বসতবাড়ি নির্মাণ করে অন্যত্র চলে যান। হাসান আলী ২ ছলে গফুর আলী ও কালু ময়ী রেখে মারা গলেও ৫৬৩ নং এসএ খতয়ানে ১-৩ ও ১১ নং আসামীদের নামরে সাথে গফুর আলী ও কালু ময়ীর নাম লপিবিদ্ধ করা হয়, (আবাদীর পূর্বসূরী সকেন্দার আলী। 6 নং, আসামী নং 7 এর পূর্বসূরী সাফর আলী এবং ববিদী নং 8-10 এর পূর্বসূরী নুরুজ্জামান)। S.A. খতয়ানে এই ভুল রকেৰ্ডটি সম্প্রতি ঘটছে যার ভিত্তিতে ববিদীরা 12 বছরেও বেশি সময় ধরে মামলার জমতিে থাকা বাদীদের শরণো নাম অস্বীকার করেছে। মামলার জমতিে ববিদীদের কোন অধিকার, স্বত্ত্ব, স্বার্থ ও দখল নহে। তাই এই মোকদ্দমা (sic)।

3. ববিদী নং 1, 2(কা) এবং 3 লখিতি ববিত্তিদিখলি করে মামলায় প্রতদিবন্দ্বতি করছিলেন এবং বাদীতে প্রদত্ত সমস্ত বস্তুগত ববিত্তি অস্বীকার করে এবং অন্যান্য বিষয়ে সাথে ববিদ করে যে মামলার জমটি মূলত সি.এস. রকেৰ্ডকৃত মালকি ফতহে আলী, হাসান আলী, মোকারম এর। আলী ও সফর আলী; যে বকযো ভাড়ার জন্য মামলার জমটি নিলামে তোলা হয়েছিল এবং বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়াদের উচ্ছদে করে তা কনিছিলেন। অতঃপর আলমুদ্দনি ও তার পুত্র সকেন্দার আলী জমদিররে অনুকুলে কাবুলয়িত করেন এবং জমদিররে কাছ থেকে মামলার জমরি বন্দোবস্ত ননে এবং নয়িমতি খাজনা দতিে থাকনে। হাসান আলী আলমুদ্দনিরে আত্মীয় হওয়ায় এবং সকেন্দার আলীকে অনুকম্পামূলক ভুমতিে 6 ডেসেমিলে জমতিে ছড়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং সে হিসাবে তিনি একজন লাইসেন্সধারী ছিলনে যার কোন অধিকার নহে এবং মামলার জমতিে আগ্রহ ছিল; হাসান আলীর উত্তরাধিকারী হওয়ায় মামলার জমতিে বাদীর কোনো অধিকার, পদবি, স্বার্থ ও দখল নহে। S.A. এবং R.S. মামলার জমরি অধিকার, শরণো নাম, সুদ এবং দখলরে ভিত্তিতে রকেৰ্ডগুলি সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। ববিদীরা একটি ওয়াকফ দললি দ্বারা স্থানীয় মসজিদকে কিছু জমদিান করে এবং তাদের বসতবাড়ি সামনে মসজিদটি নির্মাণ করে। বাদীর কোন অধিকার, উপাধি, স্বার্থ ও দখল ছিল না যহেতু বাদীর প্রার্থনা খারজি করা উচতি।

4. ট্রায়াল কোর্ট পক্ষগণরে শুনানি এবং রকেৰ্ডে থাকা উপাদানগুলি ববিচেনা করে 2.5.1985 তারখিরে রায় এবং ডক্ৰি দ্বারা মামলার আদশে দয়ে। এর বপিরীতে ববিদীরা বজ্জ জলো জজ, কুমিল্লার কাছে 1985 সালরে টাইটলে আপলি নং 75 পছন্দ করেন। আপলিটি বজ্জ অতিরিক্ত জলো জজ, ১ম আদালত, কুমিল্লার দ্বারা শুনানিকরা হয়, যনিতার 4.9.2004 তারখিরে রায় ও ডক্ৰি দ্বারা আপলিরে অনুমতি দিনে

এবং বচির আদালতের রায়ে ও ডিক্রি বাতিল করেন। এইভাবে বাদীরা 2004 সালের দেওয়ানী রিভিশন নং 4847-এ হাইকোর্ট বিভাগে চলে যায় এবং রুল প্রাপ্ত করে যা চূড়ান্তভাবে নমিন অ্যাপলে রায়ে এবং ডিক্রি নিশ্চিত করে হাইকোর্ট বিভাগে একটি একক বঞ্চে কর্তৃক 30.5.2011 তারিখে রায়ে ও আদেশে দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়। আদালত

5. হাইকোর্ট বিভাগে উল্লিখিত রায়ে এবং আদেশে দ্বারা সংক্ৰব্ধ হয়ে বাদী-আপীলকারীরা 2011 সালের আপিল নং 1669-এ ছুটির জন্য দেওয়ানী পিটিশন দাখিল করেন এবং বিবেচনার জন্য ছুটি পান হাইকোর্ট বিভাগ ভুল করে এবং রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা না করে ভুলভাবে রুল খারিজ করেছে। হাইকোর্ট বিভাগ রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা না করে যদিও দেখতে পায় যে আসামিরা মৌখিক এবং প্রামাণ্য প্রমাণ যোগ করে নিলাম বিক্রি এবং উচ্ছেদের কাহিনী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু ভুলভাবে রুল খারিজ করেছে তাই এই আপিল।

6. বাদী-আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এম.এ. কুইয়ম দাবী করেন যে হাইকোর্ট বিভাগ এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে বিবাদীরা মামলার জমি থেকে বাদীর পূর্বসূরিদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তা দেখানোর জন্য কোনো একক কাগজও হাজির করতে পারেনি। নিলাম বিক্রয় অনুসরণ. নিম্নের আপিল আদালতের পাশাপাশি হাইকোর্ট বিভাগ বিবাদীদের কোনো নথি উল্লেখ না করেই মামলার জমি বিবাদীদের দখলে রয়েছে বলে অনুসন্ধান করে আসে। তিনি আরও দাখিল করেছেন যে নীচের আপিল আদালতের পাশাপাশি হাইকোর্ট বিভাগ আইনে ভুল করেছে যে প্রদর্শনী-4 সিরিজকে উপেক্ষা করে মামলার সম্পত্তির ক্ষেত্রে বাদীরা কখনই কোনো ভাড়া প্রদান করেনি যা স্পষ্টভাবে দেখায় যে তারা ভাড়া প্রদান করেছে। এইভাবে হাইকোর্ট বিভাগ রুল নিষ্পত্তি এবং মামলা খারিজ করার ক্ষেত্রে আইনের ভ্রুটি করেছে, যা একপাশে রাখা দায়বদ্ধ।

7. বিপরীতে জনাব ফরিদ আহমেদ বিবাদী-বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন যে নিম্ন আপীল আদালতের দ্বারা আপিলের অনুমতি দেওয়া এবং হাইকোর্ট বিভাগ দ্বারা এটি নিশ্চিত করা কোন বেআইনিতা নেই কারণ বাদীরা তাদের পদবী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পাশাপাশি মামলার জমিতে দখল। তিনি দাখিল করেন যে মামলার সম্পত্তিটি 1938-1939 সালের সার্টিফিকেট কেস নং 2-এ 15.5.1939 তারিখের আদেশ অনুসারে নিলামে বিক্রি করা হয়েছিল এবং উক্ত আদেশ অনুসারে ক্রয়কারী 15.5.1941 তারিখে মামলার জমির দখল নিয়েছিল এবং এর ফলে শিরোনাম এবং মূল ভাড়াটীদের দখল নিভে গেছে। তিনি আরও জমা দেন যে P.W. 1 নিজেই তার জেরা পরীক্ষায় স্বীকার করেছেন যে তার দাদা এবং অন্যদের মামলা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল এবং তারপরে এটি আলিমুদ্দিন এবং সেকান্দারকে লিজ দেওয়া হয়েছিল; যে S.A. এবং R.S. রেকর্ডগুলি সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং মামলার জমিতে শিরোনাম এবং দখল থাকা বিবাদীরা বি এবং সি সিরিজের প্রদর্শনীর মাধ্যমে জমিদারদের পাশাপাশি সরকারকে খাজনা দিয়েছিল। তিনি আরও জমা দেন যে বাদীরা 15.5.1941 তারিখের আদেশ অনুসারে বিক্রয় শংসাপত্রের বিপরীতে কাগজের কোনও স্ক্র্যাপ তৈরি করে মামলার জমিতে তাদের দখল প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সবশেষে, জনাব আহমেদ দাখিল করেন যে নিম্ন আপীল আদালত সত্যের শেষ আদালত হওয়ায় বাদী নং 2 এবং 3 (পিডব্লিউএস) এর

স্বীকারোক্তি অনুসারে মামলার জমিতে বিবাদীদের শিরোনাম এবং দখল বিশেষভাবে পাওয়া গেছে যে তারা শিরোনাম হিসাবে বিবাদী নং 3 এবং তারা বিবাদী নং 3 এর কাছ থেকে 27.11.1968 তারিখে কাবালা দ্বারা 1983 সালে মামলার প্রতিষ্ঠানের কাছে 6 ডেসিমেল জমি ক্রয় করেন। ক্রয়ের এই স্বীকারোক্তি আসলে মামলার জমিতে বিবাদীদের শিরোনাম স্বীকার করা ছাড়া কিছুই নয়। . এইভাবে তিনি দাখিল করেন যে হাইকোর্ট বিভাগ যথাযথভাবে ব্লোয়ার আপিল আদালতের রায়কে নিশ্চিত করেছে:

8. এই ব্যাক ড্রুপে আমরা রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি দেখেছি এবং উপরে উল্লিখিত জমাগুলি বিবেচনা করেছি। স্বীকার্য যে এটি ঘোষণা সরলীকরণের জন্য একটি মামলা। তাই মামলার জমিতে তাদের খেতাব প্রমাণ করা বাদীদের দায়িত্ব। যদিও দখলের প্রশ্নটি প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি কিন্তু এটি এই ধরনের মামলায় আসতে পারে যে নীতিতে দখল শিরোনাম অনুসরণ করে। নিম্ন আপীল আদালতের রায়, যা হাইকোর্ট বিভাগ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, তা দেখে মনে হয় যে P.Ws-এর সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করলে বাস্তবতার শেষ আদালত দেখা গেছে যে বাদীরা মামলার জমিতে তাদের শিরোনাম প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। P.W. 1 তার সাক্ষ্য প্রমাণে বলেছে যে 1982 সালে মামলা দায়েরের আগে বা পরে তারা বাংলাদেশ সরকারকে কোনো ভাড়া পরিশোধ করেছিল কিনা তা তিনি মনে করতে পারেননি।

9. প্রদর্শনীগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে বাদীদের পূর্বসূরিকে উচ্ছেদ করার পর, সার্টিফিকেট মামলা অনুসারে, মামলার সম্পত্তি আলিমুদ্দিন এবং সেকান্দারের সাথে নিবন্ধিত কাবুলিয়ত দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। এটি আরও প্রতীয়মান হয় যে এসএ খতিয়ান আসামীদের নাম সন্নিবেশ করার সময় স্বীকার করে প্রস্তুত করা হয়েছিল, যদিও বাদীরা এটিকে ভুল বলে দাবি করেছিল কিন্তু তারা এই ধরনের রেকর্ড যে ভুল ছিল তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এটি P.W এর প্রমাণ থেকেও দেখা যায়। 1 যে তিনি জামিন্দর সেরেস্টা বা পাকিস্তান সরকারকে কখনও ভাড়া দেননি। তিনি এও স্বীকার করেন যে তিনি বাংলাদেশ সরকারকে কোনো ভাড়া দিয়েছেন কিনা তা মনে করতে পারছেন না। একইভাবে P.W. 2 'তাদের পূর্বসূরিদের মামলার জমি থেকে নিলাম বিক্রির ভিত্তিতে উচ্ছেদ করা হয়েছিল কিনা তা বলতে পারেনি। মজার বিষয় হল, ট্রায়াল কোর্ট মামলার আদেশ দেয় যে বিবাদীরা নিলাম বিক্রয় প্রমাণ করতে পারেনি অর্থাৎ আসামীদের ক্রটির কারণে যে নীতিটি বাদীকে তার নিজের মামলা প্রমাণ করতে হবে তা ভুলে যাওয়া। আসামীদের দুর্বলতা বাদীর পক্ষে মামলা ডিক্রি করার জন্য ভিত্তি হতে পারে না।

10. উপরোক্ত ছাড়াও D.Ws-এর প্রমাণের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে। দেখা যাচ্ছে যে D.W. 1 তার জবানবন্দিতে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে বাদী নং 1, 2 এবং 3 বিবাদীদের কাছ থেকে কাবোলা দ্বারা 6 দশমিক 6 শতাংশ জমি ক্রয় করেন যা P.W. 1 জন তার জেরা পরীক্ষায় অস্বীকার করেছে কিন্তু বাদী নং 2 এবং 3 একই কথা স্বীকার করেছে। ট্রায়াল কোর্টের রায় থেকে প্রতীয়মান হয় যে উল্লিখিত আদালত আরও দেখেছে যে 'বিবাদীরা বাদীর কাছে 6 দশমিক 60 শতাংশ জমি এবং অন্য ব্যক্তির কাছে 24 দশমিক 5 শতাংশ জমি বিক্রি করেছে' প্রদর্শনী-2 পর্যবেক্ষণে এই স্কোরের ভিত্তিতে একটি দলিল বাদী, এটা প্রতীয়মান হয় যে P.W এর অস্বীকার 1 হিসাবে বিবাদীদের কাছ থেকে 6 ডেসিমেল জমি ক্রয় করার জন্য কোন পা দাঁড়ানো নেই। এইভাবে বাদী যখন বিবাদীদের কাছ থেকে মামলার সম্পত্তি বা

উহার কোন অংশ ক্রয় করে তখন এটা স্পষ্ট যে বিবাদীদের শিরোনাম স্বীকার না করা পর্যন্ত বাদী তা ক্রয় করতে পারবে না। আসামীর শিরোনামের এই ধরনের স্বীকারোক্তির মুখে ট্রায়াল কোর্টের ডিক্রি সঠিক ছিল না যা নীচের আপিল আদালত, রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্যগুলি সঠিকভাবে আলোচনা করার পরে। এইভাবে আমরা এটা ধরে রাখতে পারি না যে নিম্নের আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট বিভাগ আসামীদের পক্ষে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং এর ফলে মামলাটি খারিজ করার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি/অবৈধতা করেনি।

11. উপরে উল্লেখিত কারণ ও আলোচনার জন্য আমরা এই আপিলের কোন যোগ্যতা খুঁজে পাই না। সেই অনুযায়ী আপিল খারিজ হয়। হাইকোর্ট বিভাগের অপ্রকৃত রায় ও আদেশ এতদ্বারা নিশ্চিত করা হল।